www.bcsourgoal.com.bd

ক্যাডার পছন্দ নিয়ে কথা

বিসিএস প্রত্যাশীদের ফরম পূরণের সময় সবচেয়ে সমস্যায় ভোগে কোন ক্যাডার পছন্দ করবে তা নিয়ে। ক্যাডার পছন্দের বিষয়টা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যার যেটা ভালো লাগে সেটা পছন্দ দেয়ায় ভালো, তবে পছন্দ করার আগে ক্যাডারগুলো সম্পর্কে জেনে নেয়া ভাল। এখানে কিছু ক্যাডারের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বিসিএস (পররাষ্ট্র) :

যেদিন থেকে পৃথিবীতে শাসনতন্ত্র শুরু হয়েছে তার পর থেকে শুরু হয়েছে কূটনীতি। আর সব সময় কূটনীতিক প্রতিনিধিরা হয়ে থাকে সর্বাধিক শিক্ষিত, মেধাবী ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিরা, এই ক্যাডারে সাধারণত খুব কম খালি পোস্ট থাকে তাই প্রতিযোগিতা হয় সবচেয়ে বেশি। জয়েন করার পর থেকে ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পোস্টিং হয়। বিদেশে পোস্টিং হতে ৬ থেকে ৭ বছর সময় লাগে। বিদেশে পোস্টিং হলে সকল ধরনের কূটনীতিক সুবিধা সমূহ পাওয়া যায়। এই ক্যাডারের প্রমোশন গ্রোথ অনেক ভালো, কারণ কম লোক নেয়া হয় আর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মিশন সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে ।

বিসিএস (প্রশাসন) :

ক্যাডার সার্ভিস শুরু হয়েছে বলতে গেলে এই ক্যাডার দিয়ে, এটাই মূলত দেশ পরিচালনের মূল হাতিয়ার বলে থাকে অনেকেই। এই ক্যাডারে মফস্বলে পোস্টিং হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে, তাই জনগণের সাথে কাজ করার সুযোগও তৈরি হয়। চাকরিতে ঢুকে ডিসি অফিসে কাজ করা লাগে (স্বল্পসংখ্যক অ্যাডমিন ক্যাডার মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব হিসেবে ও কাজ করে। মোটামোটি ৭ থেকে ৮ বছর পর ইউএনও হওয়া যায়, আর ইউএনও কে উপজেলা পর্যায়ে সরকার নিয়োগকৃত রাজা বলে থকেন অনেকেই। অ্যাডমিন ক্যাডারের সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে ভ্যারিয়েশন আছে এই ক্যাডারে, এর দ্বারা এই ক্যাডারের লোকজন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রাণালয়ে কাজ করে থাকেন। এমনকি চাকরি শেষে যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও এরা এগিয়ে থাকেন। (পিএসসির মেম্বার/ চেয়ারম্যানসহ আরও অন্যন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে)

বিসিএস (পুলিশ):

বাংলাদেশের মানুষ সারাদিন পুলিশকে গালি দেয়, অনেকে ঘোষখোর বলে ঘৃণা করেন, কিন্তু দিন শেষে কিংবা রাত পোহালে কোন বিপদে পড়লে এই পুলিশকেই যখন তখন আমরা ফোন দিতে বাধ্য হয়। এ থেকেই বুঝা যায় পুলিশ আমাদের সমাজের কতটা প্রয়োজন, তারা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ক্যাডারের লজিস্টিক সাপোর্ট খুব ভালো যেমন রেশন, গাড়ি, কোয়ার্টার সুবিধা)। এই ক্যাডারের লোকজন সবচেয়ে বেশি পাওয়ার প্র্যাকটিস করে থাকেন। কাজের চাপ থাকে সবচেয়ে বেশি। ঈদের দিনও ডিউটি থাকে। উপরের দিকে পোস্ট কম থাকায় একটা লেভেলে গিয়ে প্রোমোশন আটকে যায়। দুর্বলচিত্তের লোক এই ক্যাডারে না আসা-ই ভালো।

www.bcsourgoal.com.bd

(বিসিএস) কাস্টমস :

কাস্টমস ক্যাডাররা অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি ডিভিশন বা উইং হিসেবে কাজ করে থাকে। ঢাকার বাইরে পোস্টিং হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বৈধ উপায়েও প্রচুর টাকা কামানোর সুযোগ আছে, যেমন চোরাচালান ও ফাঁকি ধরতে পারলে সরকারিভাবে মূল্যভেদে ১০ থেকে ৪০% পর্যন্তপুরস্কার দেয়া হয়। লজিস্টিক সাপোর্ট বেশ ভালো (যেমন, গাড়ি ও বাসস্থান সুবিধা)

(বিসিএস) ট্যাক্স:

ট্যাক্স ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি ডিভিশন বা উইং হিসেবে কাজ করে। চাকরির প্রথম দিকে ঢাকার বাইরে পোস্টিং বেশি। কাস্টমসের মত বৈধ উপায়ে টাকা আয়ের সুযোগ বেশি।

(বিসিএস) ইকোনমিক :

ইকোনমিক ক্যাডারে ফরেন ক্যাডারের পর সবচেয়ে বেশি দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকে এবং সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে তাদের জন্য যারা ঢাকায় থাকতে চায়। এই ক্যাডারের লোকজন বেশি ঢাকায় থাকতে পারে কারণ পুরো চাকরি জীবনে চাকরি করতে হয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের অধিকতর সুযোগ। প্রোমোশন গ্রোথ মোটামোটি ভাল। ডেপুটেশনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া যায়। এসব সংস্থায় বেতন অনেক বেশি।

(বিসিএস) অডিট :

সরকারি যত হিসাব নিকাশ ও তদারকির কাজ আছে তা পালন করে থাকেন এই ক্যাডাররা। এদের মোটামুটি প্রোমোশন গ্রোথ ভাল। দেশে বিদেশে ট্রেনিং ও ট্যুরের ব্যবস্থা আছে। এই ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ একটি সাংবিধানিক পদ। অন্যান্য ক্যাডাররা এই ক্যাডার কে সমীহ করে থাকেন, কারণ অডিট হিসাব সব প্রতিষ্ঠানেই হয়ে থাকে। অন্য প্রতিষ্ঠানের ভুল ধরাই এদের কাজ। এ ছাড়া ও অন্য ক্যাডারদের বেতন পেনশনের জন্যও তারা এই ক্যাডারদের সমীহ করে থাকে। রাজনৈতিক প্রভাব তুলনামূলক কম।

(বিসিএস) আনসার:

কাজের চাপ কম, লজিস্টিক সাপোর্ট বেশ ভালো। চাকরির প্রথম থেকেই গাড়িসুবিধা পাওয়া যায়, এ ছাড়া বাসস্থানের সুবিধাতো আছেই। এই ক্যাডারটা নিরিবিলি তুলনামূলক কম ঝামেলাসম্পন্ন দায়িত্ব।